দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 6 MAY 2017
পৃষ্ঠা ৬

শিক্ষাজীবন নির্বিঘ্ন ও সুরক্ষিত করুন

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) আবাসিক হলসমূহে দেখা দিয়াছে নিরাপদ পানির সংকট। রিশেষ করিয়া শেখ ফজিলাতুননেসা মুজিব হল, সুলতানা রাজিয়া হল, তাপসী রাবেয়া হল এবং বেগম রোকেয়া হলে সমস্যাটি এই সময়ে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। দিনের অধিকাংশ সময়ে পানি না পাওয়া এবং আয়রন, ময়লা ও ঘোলা পানির কারণে ব্যাহত হইতেছে উক্ত হলসমূহের ছাত্রীদের গোসল ও খাওয়া-দাওয়া। পাশাপাশি বিঘ্নিত হইতেছে পড়াশোনা। অভিযোগ রহিয়াছে- চুল পড়া, শরীর চুলকানিসহ নানান পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হইবার ব্যাপারেও। এই সকল বিষয় লইয়া শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিলেও মিলে নাই কোনো সদুত্তর। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তাহা আন্দোলনের রূপ লইলে ব্যবস্থা করা হয় বিকল্প পানি সরবরাহের। কিন্তু তাহাও ছিল শুভঙ্করের ফাঁকির নামান্তর। শুধু ছাত্রীরাই নহে, একই পরিস্থিতির শিকার আবাসিক হলের ছাত্ররাও। পানির সংকটে তাহাদের প্রায়শই শরণাপন্ন হইতে হইতেছে স্থানীয় ঈশ্মা খাঁ লেকের ময়লা পানির ওপর।

জানা যায়, পাম্প নষ্ট হইবার কারণে মূলত পানির এই সংকট তৈরি হইয়াছে। তাহা ছাড়া সময়মতো পানির ট্যাংক পরিষ্কার না করিবার কারণে পানিতে দেখা দিয়াছে ময়লা, বালু ও আয়রন। প্রত্যেকটি হল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য থাকে আর্থিক বরাদ্দ এবং নিযুক্ত কিছু কর্মী। একটি পাম্প মেরামত না করিয়া, পানির ট্যাংক পরিষ্কার না রাখিয়া শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ঠেলিয়া দেওয়াটা বিশ্ববিদ্যালয়টির আবাসিক হল কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনার চিত্রটিকেই প্রকট করিয়া তোলে। মানুষের সুস্থস্বাভাবিক প্রাত্যহিক জীবনের সহিত পানির রহিয়াছে সবচেয়ে নিবিড় সম্পর্ক। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিমিত্ত নিরাপদ পানি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতোপূর্বে দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে পানি সমস্যার কারণে জন্ডিসে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণও করিয়াছে অনেক শিক্ষার্থী। সুতরাং বাকৃবি'র এই ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলাকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাহাতে ভবিষ্যতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। স্মর্তব্য যে, নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করিয়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন নির্বিঘ্ন ও সুরক্ষিত করিবার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপরই বর্তায়।